জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন কর্মসূচি ও বাংলাদেশে জেন্ডার সমতা

হান্নানা বেগম

জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন কর্মসূচি ও বাংলাদেশে জেন্ডার সমতা

সারকথা

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে ২০১০ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের একটি উচ্চ পর্যায়ের প্ল্যানারি সভায় ২০১৫ সাল পরবর্তীকালে জাতিসংঘের উন্নয়ন এজেন্ডাকে অগ্রসর করে নেওয়ার জন্য নতুন চিন্তার বিষয়টি প্রাধান্য পায়। সকল রাষ্ট্র প্রধানগণ একটি বিষয়ে একমত হন যে, জাতিসংঘই হচ্ছে একমাত্র সংগঠিত, সমন্বিত, গ্রহণযোগ্য প্ল্যাটফর্ম যেখানে বিভিন্ন দেশের সরকার, নাগরিক সমাজ, আন্তর্জাতিক সংস্থা, গবেষক, সমাজতাত্ত্বিক, বেসরকারি সংগঠন, ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান, নারী সংগঠন, নারী আন্দোলনের প্রতিনিধিগণ খোলামেলাভাবে উন্নয়ন বিষয়ক মতামত তুলে ধরতে পারেন, তর্ক-বিতর্ক করতে পারেন। এ থেকেই সূত্রপাত ঘটে ২০১৫ পরবর্তী নতুন উন্নয়ন ভাবনা যা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য বা স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন লক্ষ্য (Sustainable Development Goal-SDG) নামে পরিচিত।

এরই ধারাবাহিকতায় পরবর্তীতে দীর্ঘ প্রস্তুতির পর জাতিসংঘের উদ্যোগে ২৫-২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৫ সালে সংস্থার সদর দপ্তরে তিন দিনের বিশেষ সম্মেলনে স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন লক্ষ্য ও লক্ষ্যমাত্রাসমূহ আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হয়। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ বিভিন্ন দেশের সরকার প্রধানগণ এতে অংশগ্রহণ করেন। টেকসই উন্নয়নের কর্মসূচির এ উদ্যোগ সারা বিশ্বের উন্নয়ন টেকসই করতে ১৭টি লক্ষ্য ও ১৬৯টি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। তন্মধ্যে ৫ নম্বর লক্ষ্যটি হচ্ছে জেন্ডার সমতা।

*এসডিজি'র লক্ষ্য হলো- দারিদ্র বিমোচন (No poverty), ক্ষুধামুক্তি (Zero hunger), সুস্বাস্থ্য, মানসম্মত শিক্ষা। এ শিক্ষা হবে সবার জন্য, অন্তর্ভূক্তিমূলক জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ, **জেন্ডার সমতা**, বিশুদ্ধ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন, সবার জন্য টেকসই জ্বালানি, সবার জন্য ভালো কর্মসংস্থান, শিল্প উদ্ভাবন ও উন্নত অবকাঠামো, দেশের ভিতরে এবং বিভিন্ন দেশের মধ্যকার বৈষম্য হ্রাসকরণ, মানুষের বাসস্থানকে অন্তর্ভূক্তিমূলক, নিরাপদ ও টেকসই করে গড়ে তোলা, সম্পদের দায়িত্বশীল ব্যবহার, জলবায়ু পরিবর্তন প্রতিরোধ, সমুদ্রের সুরক্ষা, ভূমির সুরক্ষা (ভূমির উপরিস্ত পরিবেশ ব্যবস্থাপনা, টেকসই বন ব্যবস্থাপনা, মরুকরণরোধ ও বন্ধ করা,ভূমিক্ষয় রোধ করা, (জীববৈচিত্র্যের ক্ষতিরোধ করা), শান্তি ও ন্যায় বিচার (টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ এবং অন্তর্ভূক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা), টেকসই উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব।*

এসডিজি অনুসারে জেন্ডার সমতা অর্জনের লক্ষ্যমাত্রাসমূহ হচ্ছে- ৫.১ সকল ক্ষেত্রে সব নারী ও মেয়েদের প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ। ৫.২ পাচার, যৌন নির্যাতন এবং সকল ধরনের নির্যাতনসহ জনজীবন এবং ব্যক্তিজীবনের সব নারী ও মেয়েদের প্রতি সহিংসতা রোধ। ৫.৩ শিশুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, জোরপূর্বক বিবাহ এবং নারীর জননাঙ্গ ছেদনসহ সকল প্রকার ক্ষতিকর চর্চা বিলোপ। ৫.৪ সরকারি সেবাদান প্রক্রিয়া, অবকাঠামো এবং সামাজিক নিরাপত্তা নীতিমালায় অন্তর্ভূক্ত ব্যবস্থার মাধ্যমে মজুরিবিহীন সেবা ও গার্হস্থ্য কাজকে স্বীকৃতি দেয়া ও মূল্যায়ন করা এবং সাংসারিক ও পারিবারিক কাজের দায়-দায়িত্বে সমঅংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যা নিজ নিজ দেশের প্রেক্ষাপটে যথাযথ। ৫.৫ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং জনজীবনের সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় সকল পর্যায়ে নেতৃত্বদানের জন্য নারীর পূর্ণ ও কার্যকর অংশগ্রহণ এবং সমসুযোগ নিশ্চিতকরণ। ৫.৬ জনসংখ্যা ও উন্নয়ন বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের কর্মপরিকল্পনা, বেইজিং কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়নে পর্যালোচনামূলক সভায় গৃহীত ও সর্বসম্মত ঘোষণার আলোকে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার প্রাপ্তিতে সর্বজনীন প্রবেশগম্যতা নিশ্চিতকরণ। ৫.৭ জাতীয় আইন অনুসারে অর্থনৈতিক সম্পদে নারীদের সমঅধিকার এবং ভূমি ও বিভিন্ন রকমের সম্পদ, অর্থনৈতিক সেবা, উত্তরাধিকার ও প্রাকৃতিক সম্পদে তাদের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য আইনের

সংস্কার সাধন। ৫.৮ নারীর ক্ষমতায়ন ত্বরান্বিত করার জন্য নারীবান্ধব প্রযুক্তি, বিশেষ করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি। ৫.৯ সব পর্যায়ের সকল নারী ও মেয়ে শিশুর সমতা ও ক্ষমতায়ন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যথার্থ নীতিমালা ও বাস্তবায়নযোগ্য আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়াকে শক্তিশালীকরণ।

এসডিজি অনুসারে জেন্ডার সমতা অর্জনের লক্ষ্যমাত্রাসমূহ বাস্তবায়নে বাংলাদেশের করণীয়/আগামীর কথা হলো- সিডও সনদের সংরক্ষণ প্রত্যাহার, বৈষম্যমূলক আইনের পরিবর্তন, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ, নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন, নারীর জন্য বাজেটে যে বরাদ্দ দেয়া হয় তা যথাযথভাবে কাজে লাগানো, এবং তা দেখার জন্য মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করা। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে পাঠসূচী ও টেক্সটবুক পর্যালোচনা করে জেন্ডার সংবেদনশীল করার জন্য সময়সীমা বেধে দেওয়া। জনপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ ২০০৮ অনুযায়ী রাজনৈতিক দলের সকল স্তরে এবং নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়নে শতকরা ৩৩% নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার পাশাপাশি জাতীয় সংসদে এক-তৃতীয়াংশ নারী আসনে সরাসরি নির্বাচনের বিধান চালু করার প্রয়োজন। প্রতিবন্ধী, প্রবীণ, আদিবাসী, গ্রামীণ সংখ্যালঘুসহ দরিদ্র সুবিধাবঞ্চিত নারীদের অবস্থা উন্নয়নের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন।

তবে মনে রাখার বিষয়, এসডিজি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে জনমত গড়ে তোলার দায়িত্ব আমাদের সকলের।

ভূমিকা

২০০০ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক আয়োজিত United nations millinium summit-এ একটি শান্তিপূর্ণ, সমৃদ্ধ এবং ন্যায্য বিশ্ব গড়ে তোলার লক্ষ্যে যৌথ দায়িত্বের ভিত্তিতে কাজ করার জন্য জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রসমূহ একমত হয়। গৃহীত হয় ৮টি লক্ষ্য সম্বলিত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য। লক্ষ্যসমূহ পূরণের জন্য অগ্রগতি পরিমাপের সুনির্দিষ্ট সূচক এবং সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। এমডিজির ৮টি লক্ষ্য ছিল- দারিদ্র দূরীকরণ, শিক্ষা, জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা, শিশু ও মাতৃস্বাস্থ্য সুরক্ষা, এইচআইভি/এইডস এবং অন্যান্য সংক্রামক রোগ কমিয়ে আনা, নিরাপদ পানি এবং পয়ঃনিষ্কাশনের সুবিধা নিশ্চিতকরণ, পরিবেশগত স্থায়িত্বশীলতা এবং উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে ২০১০ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের একটি উচ্চ পর্যায়ের প্ল্যানারি সভায় ২০১৫ সাল পরবর্তীকালে জাতিসংঘের উন্নয়ন এজেন্ডাকে অগ্রসর করে নেওয়ার জন্য নতুন চিন্তার বিষয়টি প্রাধান্য পায়। সকল রাষ্ট্র প্রধানগণ একটি বিষয়ে একমত হন যে, জাতিসংঘই হচ্ছে একমাত্র সংগঠিত, সমন্বিত, গ্রহণযোগ্য প্ল্যাটফর্ম যেখানে বিভিন্ন দেশের সরকার, নাগরিক সমাজ, আন্তর্জাতিক সংস্থা, গবেষক, সমাজতাত্ত্বিক, বেসরকারি সংগঠন, ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান, নারী সংগঠন, নারী আন্দোলনের প্রতিনিধিগণ খোলামেলাভাবে উন্নয়ন বিষয়ক মতামত তুলে ধরতে পারেন, তর্ক-বিতর্ক করতে পারেন। এ থেকেই সূত্রপাত ঘটে ২০১৫ পরবর্তী নতুন উন্নয়ন ভাবনা যা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য বা স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন লক্ষ্য (Sustainable Development Goal-SDG) নামে পরিচিত।

UN Development Group ২০১৫ পরবর্তী উন্নয়ন লক্ষ্য নির্ধারণের জন্য বিশ্বের ৮০টিরও বেশি দেশে জাতীয় পর্যায়ে ১১টি কনসালটেশন সভার আয়োজন করে। যেসব ইস্যুতে সংলাপ এবং কনসালটেশন করা হয় সেগুলো হচ্ছে: অসমতা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, শাসন প্রক্রিয়া, দ্বন্দ্ব সংঘাত, প্রবৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান, পরিবেশের স্থায়িত্বশীলতা, ক্ষুধা, পুষ্টি এবং খাদ্য নিরাপত্তা, জনসংখ্যা, জ্বালানি এবং পানি সম্পদ।

উল্লেখ্য, ২০১৩ সালে ইউএনডিপি 'A Million Voice: The World we want' নামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। জাতিসংঘের ১৯৪টি দেশের ১০.৩ মিলিয়ন মানুষের অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রাপ্ত এসব মতামত

প্রতিফলিত হয়েছে ২০১৫ পরবর্তী উন্নয়ন এজেন্ডায়। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সভাপতি Sam Kuesta ২০১৪-এর সেপ্টেম্বর মাসে বলেন যে, বিশ্বের এখনো প্রায় এক বিলিয়ন মানুষ দারিদ্রের মধ্যে বসবাস করে। এছাড়াও, তিনি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করেন যে, নারীদের ক্ষমতায়নের জন্য আরো অনেক বেশি উদ্যোগ প্রয়োজন। এবং এক্ষেত্রে সদস্য রাষ্ট্রসমূহের উদ্যোগ দ্বিগুণ করা অপরিহার্য।

এরই ধারাবাহিকতায় পরবর্তীতে দীর্ঘ প্রস্তুতির পর জাতিসংঘের উদ্যোগে ২৫-২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৫ সালে সংস্থার সদর দপ্তরে তিন দিনের বিশেষ সম্মেলনে স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন লক্ষ্য ও লক্ষ্যমাত্রাসমূহ আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হয়। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ বিভিন্ন দেশের সরকার প্রধানগণ এতে অংশগ্রহণ করেন। টেকসই উন্নয়নের কর্মসূচির এ উদ্যোগ সারা বিশ্বের উন্নয়ন টেকসই করতে ১৭টি লক্ষ্য ও ১৬৯টি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। তন্মধ্যে ৫ নম্বর লক্ষ্যটি হচ্ছে জেন্ডার সমতা।

আমাদের মনে রাখার বিষয়– সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যের আটটি লক্ষ্যের মধ্যে জেন্ডার সমতা একটি উন্নয়ন ইস্যু হিসেবে বিবেচিত ছিল। কিন্তু ক্ষমতায়নের রয়েছে বহুমাত্রিকতা। নারীর ক্ষমতায়নের ভিত হচ্ছে তার অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, আইনগত, প্রজনন ও যৌন স্বাস্থ্য অধিকার প্রাপ্তির সুযোগ এবং এর অধিকার ভোগ করার সক্ষমতা। এমডিজি ক্ষমতায়নের এ বহুমাত্রিকতাকে ধারণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। এটি ছিল ধনী দাতাদের অনুগ্রহের বেড়াজালে দরিদ্র গ্রহীতাদের বন্দী করার এক রূপকল্প।

২০১৫ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত সিএসডব্লিউ-এর ৫৯তম সভায় জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল বান কি মুন যে বক্তব্য দিয়েছিলেন তাহলো, "To be truly transformative, the post-2015 development agenda must priotize gender equality and women's empowerment. The world will never realize 100 percent of its goals if 50 percent of its people cannot realize their full potential."

Dr. Phumzile Mambo-Ngcuka, Under-Secretary General Executive Director, UN Women বলেছিলেন, বাস্তব সত্য হল জেন্ডার সমতা রক্ষা আমাদের একমাত্র লক্ষ্য নয়। আমাদের অন্যান্য অর্জনের জন্য জেন্ডার সমতা অর্জন অপরিহার্য। একই অনুষ্ঠানে তাঁর বক্তব্য ছিল- আমরা যদি আমাদের অর্থনীতি, রাজনীতি এবং সমাজনীতিকে টেকসই করতে চাই তবে জেন্ডার সমতা হবে এর মৌল বিষয়।

প্রবন্ধের তিনটি অংশ

(ক) এসডিজি'র লক্ষ্য এবং এসডিজি অনুসারে জেন্ডার সমতা অর্জনের লক্ষ্যমাত্রাসমূহ।

(খ) চলমান সময়ে বাংলাদেশে জেন্ডার সমতা- এসডিজি'র প্রতিটি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশের নীতি, সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিমালাসমূহ, বর্তমান কার্যক্রম, দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়সমূহ।

(গ) এসডিজি অনুসারে জেন্ডার সমতা অর্জনের লক্ষ্যমাত্রাসমূহ বাস্তবায়নে বাংলাদেশের করণীয়/আগামীর কথা।

(ক)

এসডিজি’র লক্ষ্য

জেন্ডার সমতা অর্জনের লক্ষ্যমাত্রাসমূহ

এসডিজি’র লক্ষ্য

১। দারিদ্র বিমোচন (No poverty)
২। ক্ষুধামুক্তি (Zero hunger)
৩। সুস্বাস্থ্য
৪। মানসম্মত শিক্ষা। এ শিক্ষা হবে সবার জন্য, অন্তর্ভূক্তিমূলক জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ
৫। জেন্ডার সমতা
৬। বিশুদ্ধ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন
৭। সবার জন্য টেকসই জ্বালানি
৮। সবার জন্য ভালো কর্মসংস্থান
৯। শিল্প উদ্ভাবন ও উন্নত অবকাঠামো
১০। দেশের ভিতরে এবং বিভিন্ন দেশের মধ্যকার বৈষম্য হ্রাসকরণ
১১। মানুষের বাসস্থানকে অন্তর্ভূক্তিমূলক, নিরাপদ ও টেকসই করে গড়ে তোলা
১২। সম্পদের দায়িত্বশীল ব্যবহার
১৩। জলবায়ু পরিবর্তন প্রতিরোধ
১৪। সমুদ্রের সুরক্ষা
১৫। ভূমির সুরক্ষা (ভূমির উপরিস্ত পরিবেশ ব্যবস্থাপনা, টেকসই বন ব্যবস্থাপনা, মরুকরণরোধ ও বন্ধ করা, ভূমিক্ষয় রোধ করা, জীববৈচিত্রের ক্ষতিরোধ করা)
১৬। শান্তি ও ন্যায় বিচার (টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ এবং অন্তর্ভূক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা)
১৭। টেকসই উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব।

দেখা যাচ্ছে, এসডিজির পঞ্চম লক্ষটি হচ্ছে জেন্ডার সমতা। লক্ষ্য করার বিষয়, নারী পুরুষের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টিকারী অসমতা অন্য সব অসমতার চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী হয় এর বহুমাত্রিকতার কারণে। এসডিজি’র প্রতিটি লক্ষ্য- দারিদ্র বিমোচন, ক্ষুধামুক্তি, সুস্বাস্থ্য, মানসম্মত শিক্ষা, বিশুদ্ধ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশণ, ব্যয়সাধ্য টেকসই জ্বালানি, সবার জন্য উন্নতমানের কাজ, শিল্প উদ্ভাবন ও উন্নত অবকাঠামো, বৈষম্য হ্রাসকরণ, টেকইসই নগর ও কমিউনিটি, সম্পদের দায়িত্বশীল ব্যবহার, জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রতিরোধ, সমুদ্রের সুরক্ষা, টেকসই উন্নয়নের জন্য অংশীদারিত্ব প্রত্যেকটি জেন্ডার সমতার সাথে সম্পর্কিত।

এসডিজি অনুসারে জেন্ডার সমতা অর্জনের লক্ষ্যমাত্রাসমূহ

৫.১সকল ক্ষেত্রে সব নারী ও মেয়েদের প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ।

৫.২পাচার, যৌন নির্যাতন এবং সকল ধরনের নির্যাতনসহ জনজীবন এবং ব্যক্তিজীবনের সব নারী ও মেয়েদের প্রতি সহিংসতা রোধ।

৫.৩শিশুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, জোরপূর্বক বিবাহ এবং নারীর জননাঙ্গ ছেদনসহ সকল প্রকার ক্ষতিকর চর্চা বিলোপ।

৫.৪সরকারি সেবাদান প্রক্রিয়া, অবকাঠামো এবং সামাজিক নিরাপত্তা নীতিমালায় অন্তর্ভূক্ত ব্যবস্থার মাধ্যমে মজুরিবিহীন সেবা ও গার্হস্থ্য কাজকে স্বীকৃতি দেয়া ও মূল্যায়ন করা এবং সাংসারিক ও

পারিবারিক কাজের দায়-দায়িত্বে সমঅংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যা নিজ নিজ দেশের প্রেক্ষাপটে যথাযথ ।

৫.৫রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং জনজীবনের সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় সকল পর্যায়ে নেতৃত্বদানের জন্য নারীর পূর্ণ ও কার্যকর অংশগ্রহণ এবং সমসুযোগ নিশ্চিতকরণ ।

৫.৬জনসংখ্যা ও উন্নয়ন বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের কর্মপরিকল্পনা, বেইজিং কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়নে পর্যালোচনামূলক সভায় গৃহীত ও সর্বসম্মত ঘোষণার আলোকে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার প্রাপ্তিতে সর্বজনীন প্রবেশগম্যতা নিশ্চিতকরণ ।

৫.৭জাতীয় আইন অনুসারে অর্থনৈতিক সম্পদে নারীদের সমঅধিকার এবং ভূমি ও বিভিন্ন রকমের সম্পদ, অর্থনৈতিক সেবা, উত্তরাধিকার ও প্রাকৃতিক সম্পদে তাদের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য আইনের সংস্কার সাধন ।

৫.৮নারীর ক্ষমতায়ন ত্বরান্বিত করার জন্য নারীবান্ধব প্রযুক্তি, বিশেষ করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি ।

৫.৯সব পর্যায়ের সকল নারী ও মেয়ে শিশুর সমতা ও ক্ষমতায়ন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যথার্থ নীতিমালা ও বাস্তবায়নযোগ্য আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়াকে শক্তিশালীকরণ ।

(খ)

চলমান সময়ে বাংলাদেশে জেন্ডার সমতা

(এসডিজি-এর প্রতিটি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশের নীতি, সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিমালাসমূহ, বর্তমান কার্যক্রম ও দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়সমূহ ।)

জেন্ডার সমতা ও বাংলাদেশ

জাতিসংঘের মানবসম্পদ প্রতিবেদন, ওয়ার্ল্ড ইকোনমিস্ট ফোরামসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে নানা কারণে পিছিয়ে থাকা দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ সামাজিক, অর্থনৈতিক সূচকে এগিয়ে আছে এবং এগিয়ে চলেছে। এটি সম্ভব হয়েছে দেশে নারীর ক্ষমতায়ন তথা অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যাপক হারে নারীর সম্পৃক্ততার কারণে। নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন প্রায়শই তাঁর লেখায় ও বক্তব্যে বাংলাদেশের বিষয়টি উল্লেখ করে থাকেন। আমরা জানি নারী যখন এগিয়ে যায়, তখন পরিবার, সমাজ এবং দেশও এগিয়ে যায়। নারীর অগ্রযাত্রাকে শ্লথ করে, বাধা দেয় এমন যা কিছু তা শুধু নারীকে নয় দেশের অগ্রগতিক্যে বাধাগ্রস্ত করে ।

বাংলাদেশ আজ বিশ্বের বুকে একটি দারিদ্রমুক্ত উন্নত মর্যাদা সম্পন্ন দেশ হিসেবে নিজের অবস্থান দৃঢ় করার প্রত্যয় ঘোষণা করছে। এদেশের নারীরা পাহাড়ের চূড়ায় উঠছেন, সমুদ্র পাড়ি দিচ্ছেন, জাতিসংঘ শান্তি রক্ষা মিশনে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। দেশের অর্থনীতিকে মজবুত রাখছেন, শস্য ভান্ডার পূর্ণ করছেন, সমাজ রাষ্ট্র পরিচালনায় আগ্রহ এবং সক্ষমতার স্বাক্ষর রাখছেন। দুর্যোগ মোকাবেলা করছেন। নারী নিজে স্বপ্ন দেখছেন, নারী স্বপ্ন দেখাচ্ছেন। নারীর এই পরিবর্তনের প্রতিফলন ঘটছে রাষ্ট্রীয় আকাঙ্ক্ষার মধ্যে। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ আজ যে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক উন্নয়নের সূচকে এগিয়ে চলেছে, তা সম্ভব হচ্ছে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সমাজ জীবনে ব্যাপক হারে নারীর সম্পৃক্ততার কারণে ।

তবে মনে রাখার বিষয়, বাংলাদেশে এ দৃশ্যের উল্টো পিঠে আছে নারীর অসহায়ত্বের, বঞ্চনার, বৈষম্যের আর নির্যাতনের ছবি। বাংলাদেশে চলমান সময়ে নারী নির্যাতন সমস্ত অর্জনকে ম্লান করে দিচ্ছে। নারীর অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রা আর উন্নয়নের অপার সম্ভাবনার বিপরীতে কাজ করছে নানা চ্যালেঞ্জ। আর চ্যালেঞ্জসমূহই হচ্ছে টেকসই উন্নয়নের পথে পাহাড় প্রমাণ প্রতিবন্ধকতা ।

এসডিজি-এর লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে জেন্ডার সমতা অর্জনে বাংলাদেশ সরকারের নারীনীতি, সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিমালাসমূহ, বর্তমান কার্যক্রম ও দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়সমূহ

লক্ষ্যমাত্রা-৫.১: সকল ক্ষেত্রে সব নারী ও মেয়েদের প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ।

নীতি	সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিসমূহ	বর্তমান কার্যক্রম অবস্থা ও অর্জন	কর্মসূচি	দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়
নারী প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ ১৯৭৯ (সিডও) এর বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।	• নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ ১৯৭৯ (সিডও)। • বেইজিং প্ল্যাটফরম ফর এ্যাকশন ১৯৯৫। • প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২১।	• সিডও সনদের আলোকে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিবেদন জাতিসংঘের সিডও কমিটিতে উপস্থাপন করা।	• সিডও রিপোর্ট এর কনক্লোডিং রিমার্কস এর বাস্তবায়ন। • মাধ্যমিক শিক্ষা পাঠ্যক্রমে সিডও অন্তর্ভূক্তকরণ।	• মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং এক্ষেত্রে অন্যান্য সহায়ক মন্ত্রণালয়।

লক্ষ্যমাত্রা-৫.২: পাচার, যৌন নির্যাতন এবং সকল ধরনের নির্যাতনসহ জনজীবন এবং ব্যক্তিজীবনের সব নারী ও মেয়েদের প্রতি সহিংসতা রোধ।

নীতি	সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিসমূহ	বর্তমান কার্যক্রম অবস্থা ও অর্জন	কর্মসূচি	দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়
কন্যাশিশু ধর্ষণ, নিপীড়ন, পাচারের বিরুদ্ধে আইনের কঠোর প্রয়োগ করা।	• মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন ২০১২। • নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০। • পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা ২০১০) • পর্ণোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১২। এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন।	• ওয়ানস্টপ ক্রাইসিস সেন্টার। • নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টার। • ন্যাশনাল ফরেনসিক ডিএনএ প্রোফাইলিং ল্যাবরেটরি। • নারী পাচার নিরোধ সেল "ওমেন সাপোর্ট সেন্টার"।	• ধর্ষণ পরবর্তী সময়ে কন্যাশিশুর স্বাস্থ্যসেবা। • মানব পাচার প্রতিরোধ দমন আইন, ২০১২-এর বিধিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।	• মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং এক্ষেত্রে অন্যান্য সহায়ক মন্ত্রণালয়।

লক্ষ্যমাত্রা-৫.৩: শিশু বিবাহ, বাল্যবিবাহ, জোরপূর্বক বিবাহ এবং নারীর জননাঙ্গ ছেদনসহ সকল প্রকার ক্ষতির চর্চা বিলোপ।

নীতি	সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিসমূহ	বর্তমান কার্যক্রম অবস্থা ও অর্জন	কর্মসূচি	দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়
বাল্যবিবাহ, কন্যাশিশু ধর্ষণ, নিপীড়ন	• নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ । • পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা ২০১০) • পর্ণোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১২ • এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন ।	• ওয়ানস্টপ ক্রাইসিস সেন্টার/সেল । • ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার । • ন্যাশনাল ফরেনসিক ডিএনএ প্রোফাইলিং ল্যাবরেটরি ।	• বাল্যবিবাহ প্রবণ এলাকা সনাক্ত করা এবং বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কমিউনিটি ও স্কুলভিত্তিক প্রচারভিযান চালানো । • ধর্ষণ পরবর্তী সময়ে কন্যাশিশুর স্বাস্থ্যসেবা ।	• স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং এক্ষেত্রে অন্যান্য সহায়ক মন্ত্রণালয় ।

লক্ষ্যমাত্রা-৫.৪: সরকারি সেবাদান প্রক্রিয়া, অবকাঠামো এবং সামাজিক নিরাপত্তা নীতিমালায় অন্তর্ভূক্ত ব্যবস্থার মাধ্যমে মজুরিবিহীন সেবা ও গার্হস্থ্য কাজকে স্বীকৃতি দেয়া ও মূল্যায়ন করা এবং সাংসারিক ও পারিবারিক কাজের দায় দায়িত্বে সমঅংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যা নিজ নিজ দেশের প্রেক্ষাপটে যথাযথ।

নীতি	সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিসমূহ	বর্তমান কার্যক্রম অবস্থা ও অর্জন	কর্মসূচি	দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়
সরকারের জাতীয় হিসাবসমূহে, জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে কৃষি ও গার্হস্থ্য শ্রমসহ সকল নারী শ্রমের সঠিক প্রতিফলন ও মূল্যায়ন নিশ্চিত করা।	• শ্রম আইন, ২০০৬ • এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন।	• শ্রম আইনের যথার্থ প্রয়োগ।	• কৃষি, গার্হস্থ্য শ্রমসহ সবক্ষেত্রে নারীদের অবদানের আর্থিক মূল্যায়ন করা এবং জাতীয় আয়ে উল্লেখ করা।	• অর্থ বিভাগ, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং এক্ষেত্রে অন্যান্য সহায়ক মন্ত্রণালয়।

লক্ষ্যমাত্রা-৫.৫: রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং জনজীবনের সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ার সকল পর্যায়ে নেতৃত্বদানের জন্য নারীর পূর্ণ ও কার্যকর অংশগ্রহণ এবং সম সুযোগ নিশ্চিতকরণ।

নীতি	সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিসমূহ	বর্তমান কার্যক্রম অবস্থা ও অর্জন	কর্মসূচি	দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়
রাজনীতিতে অধিকারের নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্যে প্রচারমাধ্যমসহ রাজনৈতিক দলসমূহকে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহনে উদ্বুদ্ধ করা।	• জেলা পরিষদ আইন ২০০০। • স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন ২০০৯। • স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন ২০০৯। • স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ) আইন, ২০০৯।	• জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন ৫০টিতে উন্নীত করা হয়েছে। • প্রতিটি উপজেলায় ১জন নির্বাচিত মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান রয়েছেন।	• রাজনীতিতে সকল স্তরে নারীর অংশগ্রহন বৃদ্ধির লক্ষ্যে জনসচেতনতা তৈরি। • জাতীয় সংসদে নারী সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। • ইউনিয়ন পরিষদে নারী সদস্যগণের উন্নয়ন কাজে অধিক হারে সম্পৃক্তি ও নেতৃত্বদানের সক্ষমতা বৃদ্ধি।	• বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ। • নির্বাচন কমিশন • এবং এক্ষেত্রে অন্যান্য সহায়ক মন্ত্রণালয়।

লক্ষ্যমাত্রা-৫.৬: জনসংখ্যা ও উন্নয়ন বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের কর্মপরিকল্পনা, বেইজিং কর্মপরিকল্পনা এবং এসব কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়নে পর্যালোচনামূলক সভায় গৃহীত ও সর্বসম্মত ঘোষণার আলোকে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার প্রাপ্তিতে সর্বজনীন প্রবেশগম্যতা নিশ্চিতকরণ।

নীতি	সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিসমূহ	বর্তমান কার্যক্রম অবস্থা ও অর্জন	কর্মসূচি	দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়
এইডস রোগসহ সকল ঘাতক ব্যাধি প্রতিরোধ করা বিশেষত: গর্ভকালীন স্বাস্থ্যসহ নারীর স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্যের প্রচার ও সচেতনতা বৃদ্ধি করা।	• জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি ২০১১। • স্বাস্থ্য জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর উন্নয়ন কর্মসূচি ২০১১-১৬। • জাতীয় জনসংখ্যা নীতি ২০০৪।	• তথ্যসমৃদ্ধ ক্যাম্পেইন পরিচালনার মাধ্যমে বর্তমান এবং সম্ভাব্য নতুন রোগসমূহের ব্যাপারে গণসচেতনতা সৃষ্টি করা হচ্ছে।	• সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ের বিশেষায়িত সংস্থাগুলোকে সম্পৃক্ত করে প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান।	• স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং এক্ষেত্রে অন্যান্য সহায়ক মন্ত্রণালয়।

লক্ষ্যমাত্রা-৫.৭: জাতীয় আইন অনুসারে অর্থনৈতিক সম্পদে নারীদের সমঅধিকার এবং ভূমি ও বিভিন্ন রকমের সম্পদ, অর্থনৈতিক সেবা, উত্তরাধিকার ও প্রাকৃতিক সম্পদে তাদের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য আইনের সংস্কার সাধন ।তা নিশ্চিতকরণ।

নীতি	সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিসমূহ	বর্তমান কার্যক্রম অবস্থা ও অর্জন	কর্মসূচি	দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়
সম্পদ, কর্মসংস্থান, বাজার ও ব্যবসায় নারীকে সমান সুযোগ ও অংশীদারিত্ব দেয়া ।	• সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪০, ২০(১), ১৯(১), ১৯(২) । • সিডও ১৯৭৯ ।	•	• সম্পদ, কর্মসংস্থান, বাজার ও ব্যবসায় নারীদেরকে সমান সুযোগ ও অংশীদারিত্ব দেয়ার লক্ষ্যে অব্যাহত প্রচারণা চালানো । • ক্ষুদ্র নারী উদ্যোক্তাদের স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান ।	• বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং এক্ষেত্রে অন্যান্য সহায়ক মন্ত্রণালয় ।

লক্ষ্যমাত্রা-৫.৮: নারীর ক্ষমতায়ন ত্বরান্বিত করার জন্য নারীবান্ধব প্রযুক্তি, বিশেষ করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি।

নীতি	সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিসমূহ	বর্তমান কার্যক্রম অবস্থা ও অর্জন	কর্মসূচি	দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়
নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন, আমদানি ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে জেন্ডার প্রেক্ষিত প্রতিফলিত করা।	• জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতিমালা ২০১১। • জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ২০০৯।	•	• নারীদের বিজ্ঞান বিষয়ে পড়াশুনা করার জন্য উৎসাহিত করা। • তথ্য ও প্রযুক্তি মেলায় নারীদের অধিকহারে অংশগ্রহন নিশ্চিতকরণ।	• বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং এক্ষেত্রে অন্যান্য সহায়ক মন্ত্রণালয়

লক্ষ্যমাত্রা-৫.৯: সব পর্যায়ের সকল নারী ও মেয়ে শিশুর সমতা ও ক্ষমতায়ন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যথার্থ নীতিমালা ও বাস্তবায়নযোগ্য আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়াকে শক্তিশালীকরণ।

এটি একটি কঠিন লক্ষ্যমাত্রা। এ বিষয়ে অনেকক্ষেত্রে প্রচলিত আইন নেই বললেই চলে। আবার কখনও আইন আছে; কিন্তু, সঠিক বাস্তবায়ন নেই। অথবা বাস্তবায়নের দীর্ঘসূত্রিতা রয়েছে।

(গ)

এসডিজি অনুসারে জেন্ডার সমতা অর্জনের লক্ষ্যমাত্রাসমূহ বাস্তবায়নে বাংলাদেশের করণীয়/আগামীর কথা

সিডও সনদের সংরক্ষণ প্রত্যাহার

সরকার বিভিন্ন সময়ে সাময়িক প্রতিবেদনে বলে এসেছে সংরক্ষণ প্রত্যাহারের বিষয়টি সরকারের বিবেচনাধীন আছে। খুব শীঘ্রই এটি প্রত্যাহার করা হবে। কিন্তু এবার বলা হয়েছে সংরক্ষণ প্রত্যাহার করলে ধর্মীয় মৌলবাদ বা জঙ্গীরা বিশংঙ্খলা সৃষ্টি করবে। তাই সরকারকে খুব সতর্কতার সঙ্গে পদক্ষেপ নিতে হবে।

এছাড়া আরও বলা হয়েছে-বাংলাদেশের শরীয়া আইন প্রচলিত না থাকা এবং শতকরা অন্তত ১০ ভাগের বেশি নাগরিক ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্মাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও কিছু ধর্মীয় গোষ্ঠীকে সুকৌশলে এড়ানোর জন্য জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ তে বলা হয়েছে যে, সরকার কুরআন বা সুন্নাহ পরিপন্থী কোন কিছু করবে না।

বৈষম্যমূলক আইন

বিয়ে বিচ্ছেদ, ভরণপোষণ এবং সন্তানের অভিভাবকত্ব, দত্তক, উত্তরাধিকার ইত্যাদি বিষয়ে সমান অধিকার দিয়ে একটি সার্বজনীন পারিবারিক আইন প্রণয়নের কোন উদ্যোগ এখনও নেওয়া হয়নি। সিডও প্রতিবেদনে সার্বজনীন পারিবারিক আইন অনুমোদন কিংবা বৈষম্যমূলক ব্যক্তিগত আইনগুলো পর্যালোচনা ও সংশোধনে সরকারের কোন সময়সীমা বা পরিকল্পনার উল্লেখ নেই।

জেন্ডার সমতা সম্পর্কে অব্যাহত প্রচলিত ধারণা

উচ্চ আদালত নারীর সুরক্ষার জন্য বেশ কিছু রুলিং জারি করেছে। সরকারী প্রতিবেদনে ফতোয়া বিষয়ে হাইকোর্টের রুলিং-এ উল্লেখ আছে। কিন্তু ফতোয়ার মাধ্যমে যারা অবৈধভাবে মানুষকে শাস্তি দেয় তাদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে সে বিষয়ে আলোকপাত করা প্রয়োজন।

নারী নির্যাতন প্রতিরোধ

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো প্রথম বারের মত একটি জরিপ পরিচালনা করেছে যা সরকারের একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। উদ্বেগের বিষয় হলো নতুন নতুন আইন প্রণয়ন করা সত্ত্বেও নির্যাতনের ঘটনা ও ধরণ বেড়েই চলেছে এবং আইনের প্রয়োগও এক্ষেত্রে দূর্বল। জটিল, ব্যয়বহুল এবং দীর্ঘ আইনি প্রক্রিয়াগুলো নারীর ন্যায় বিচার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা স্বরূপ।

পাচার ও যৌন শোষণ

২০১২ সালে প্রণীত পাচার দমন আইন বাস্তবায়নের জন্য বিধিমালা এবং বিশেষ ট্রাইবুনাল না থাকায় পাচার ও যৌন শোষণের বিরুদ্ধে ন্যায় বিচার প্রাপ্তি বিঘ্নিত হচ্ছে।

নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন

যদিও ক্ষমতার কাঠামোতে নারীর অবস্থানের দিক থেকে বাংলাদেশ গুরুত্বর্পূণ অবস্থানে আছে। স্পীকার হিসাবে একজন নারীকে নির্বাচন, মন্ত্রী পরিষদে নারীর অন্তর্ভূক্তি, বিভিন্ন সংসদীয় গুরুত্বপূর্ণ পদে নারীর অবস্থান আন্তর্জাতিক মহলে রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ প্রসংশিত হয়েছে, কিন্তু আমরা

জানি, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় এসব পদক্ষেপ গ্রহণ না করে ব্যক্তি ইচ্ছা বা দলীয় ইচ্ছায় এই ধরণের গৃহীত পদক্ষেপ স্থায়ী হবে না। রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরে গণতন্ত্রের চর্চা, রাজনৈতিক দলের সকল নীতি নির্ধারণী সকল পর্যায়ে এক-তৃতীয়াংশ নারী নেতৃত্ব, নির্বাচনে এক-তৃতীয়াংশ নারীর প্রার্থীর মনোনয়ন প্রদান, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ভিত্তিতে প্রতিযোগিতামূলক মনোনয়ন প্রক্রিয়ায় গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণ এসবই নারীর ক্ষমতায়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে দীর্ঘ নারী আন্দোলনের ফলে স্থানীয় সরকারের সকল পর্যায়ে এক-তৃতীয়াংশ সংরক্ষিত নারী আসনে বিপুল সংখ্যক তৃণমূলের নারী সরাসরি নির্বাচিত হয়ে এসেছেন। এখন পর্যন্ত একদিকে তাদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে নানাবিধ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। বৈষম্য ও বঞ্চনার শিকার হতে হচ্ছে। অপরদিকে দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রেও তাদের সীমাবদ্ধতা বিদ্যমান। এক্ষেত্রে প্রশাসন এবং প্রশাসনিক কাঠামোকে আরো শক্তিশালী, জেন্ডার সংবেদনশীল ও কার্যকর সহায়ক করতে হবে।

বাজেট

বাজেটে নারীর জন্য যে বরাদ্দ রাখা হয়, শেষ পর্যন্ত ব্যয় হয় কি-না, হলেও নারীর উন্নয়নে তা কতটুকু প্রভাব ফেলে সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। আমরা জানি, ২০১৫-১৬ অর্থবছরেও নারী উদ্যোক্তাদের জন্য ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছিল। তা থেকে ৩৪ কোটি টাকার বেশি ছাড় করা হয়নি।
বাজেট বরাদ্দের ঘোষণা দেয়ার পাশাপাশি তার ব্যবহার নিশ্চিত করাও গুরত্বপূর্ণ কম নয়। তাই আমরা আশা করবো, নারীর জন্য বাজেটে যে বরাদ্দ দেওয়া হয় তা যেন যথাযথভাবে কাজে লাগানো হয় এবং সেটা দেখার জন্য মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করা হয়।

শিক্ষা

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ প্রক্রিয়া ঠিকমত কাজ করছে কিনা তা পরিবীক্ষণ করা প্রয়োজন। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে পাঠ্যসূচি ও টেক্সটবই পর্যালোচনা করে জেন্ডার সংবেদনশীল করার জন্য কোন সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়নি।

কর্মক্ষেত্র

আইনি বাধ্যবাধকতা সত্ত্বেও কর্মক্ষেত্রে এখনও নিম্নমানের কর্মপরিবেশ বিদ্যমান রয়েছে।

সুবিধা বঞ্চিত নারী

প্রতিবন্ধী নারীর সংখ্যা, অবস্থা কিংবা তাদের উপর নির্যাতনের বিষয়ে কোন জেন্ডার বিষয়ক তথ্য উপাত্ত খুঁজে পাওয়া যায় না।

বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন

গত ২৪ নভেম্বর ২০১৬ সরকার বিয়ের জন্য মেয়েদের ক্ষেত্রে কমপক্ষে ১৮ বছর এবং ছেলেদের ২১ বছর বয়স হওয়ার শর্ত রেখে 'বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন' অনুমোদন দিয়েছে। বিশেষ প্রেক্ষাপটে আদালতের নির্দেশ নিয়ে এবং বাবা-মায়ের সমর্থনে অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়েদেরও বিয়ের সুযোগ রাখা আছে এই আইনে।

অভিবাসী নারী

অভিবাসী নারীদের সম্পর্কে তথ্য ও উপাত্তের অভাব রয়েছে। এটি হালনাগাদ করা প্রয়োজন।

জনপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ ২০০৮

জনপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ ২০০৮ অনুযায়ী রাজনৈতিক দলের সকল স্তরে এবং নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়নে শতকরা ৩৩% নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার পাশাপাশি জাতীয় সংসদে এক-তৃতীয়াংশ নারী আসনে সরাসরি নির্বাচনের বিধান চালু করার প্রয়োজন।

প্রতিবন্ধী, প্রবীণ, আদিবাসী, গ্রামীণ সংখ্যালঘুসহ দরিদ্র সুবিধাবঞ্চিত নারীদের অবস্থা উন্নয়নের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন।

শেষের কথা

জনমত গড়ে তোলার দায়িত্ব আমাদের সকলের

আমাদের দেশ বর্তমানে অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক সূচকে অনেক এগিয়ে যাচ্ছে, এক্ষেত্রে নারীসমাজের অভূতপূর্ব জাগরণ ও ক্ষমতায়ন নিঃসন্দেহে বড় একটি ভূমিকা রেখেছে। এর নেপথ্যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে সরকারি-বেসরকারি সংগঠন ও নারী আন্দোলনের নিরলস কর্মপ্রচেষ্টা। তবে এতে আত্মতৃপ্তির কোনো সুযোগ নেই, কারণ সামনে অনেক চ্যালেঞ্জ আছে যেগুলোকে ছোট করে দেখার কোনো উপায় নেই। আমাদের আইনগত বৈষম্য ও নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিগত পরিবর্তনে অবশ্যই আরও অগ্রসর হওয়া দরকার। ব্যক্তি পর্যায় থেকে শুরু করে পরিবার, সমাজ, সব রাজনৈতিক দল ও রাষ্ট্র সবাইকেই নারী মানবাধিকার নিয়ে সচেতন হতে হবে। গণতন্ত্র ও নারীর ক্ষমতায়ন একে অন্যের পরিপূরক। একটি গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা যাতে অন্তর্ভূক্তিমূলক বা ইনক্লুসিভ হয় অর্থাৎ ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী নির্বিশেষে সবাইকে যাতে রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করা যায় সে ব্যাপারেও আমাদের সচেষ্ট থাকতে হবে। সর্বস্তরে নারীর যথাযোগ্য প্রতিনিধিত্ব ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর্যায়ে নেয়ার জন্য উদ্যোগ নিতে হবে। নারীর সম্পত্তিতে সমঅধিকার এবং রাজনীতিতে সমঅধিকার তথা প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচন একটি অপরটির উপর নির্ভরশীল। এটি নারীর মানবাধিকার। এই মানবাধিকার বাস্তবায়নের মধ্যেই নিহিত আছে এসডিজির সার্বিক সফলতা। আর ক্ষেত্রে জনমত গড়ে তোলার দায়িত্ব আমাদের সকলের।

তথ্যসূত্র:

- *টেকসই উন্নয়নে জেন্ডার সমতা ও বাংলাদেশ, হান্নানা বেগম, প্রকাশক: উন্নয়ন কথা, নভেম্বর, ২০১৪।*
- *নারীর সমঅধিকার : মহাজোট সরকারের উদ্যোগ ও আগামীর সুবর্ণরেখা, হান্নানা বেগম, প্রকাশকাল নভেম্বর ২০১৩।*
- *টেকসই উন্নয়নে জেন্ডার সমতা ও বাংলাদেশ; হান্নানা বেগম, স্মারক বক্তৃতা, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২৩ এপ্রিল ২০১৫।*
- *উন্নয়ন পদেক্ষেপ-মার্চ ১ম সংখ্যা ২০১৬, মে, দ্বিতীয় সংখ্যা ২০১৬, স্টেপস্ টুয়ার্ড ডেভেলপমেন্ট।*
- *জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মার্চ ২০১১।*
- *জেন্ডার ইস্যু বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ণ ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, হান্নানা বেগম, প্রকাশক উন্নয়ন কথা, নভেম্বর ২০১৪।*
- *জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ বাস্তবায়নকল্পে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা-মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।*